শিব সন্দেশ

নিরাকার পরমাত্মা

পরমপিতা পরমাত্মার দিব্য-রূপ হলো জ্যোতি বিন্দু সমান |

বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়ার জন্য তার নাম হলো 'শিব' |দুঃখ হর্তা আর সুখ কর্তা পরমাত্মা শিব অনন্ত গুন আর শক্তির সাগর |বর্তমান সময়ে পুরসত্তম সঙ্গমযুগে করুনাময় পরমাত্মা সকার শরীরে অবতারিত হয়ে বিশ্ব-পরিবর্তনের সর্বশ্রেষ্ট কাজ করছে |

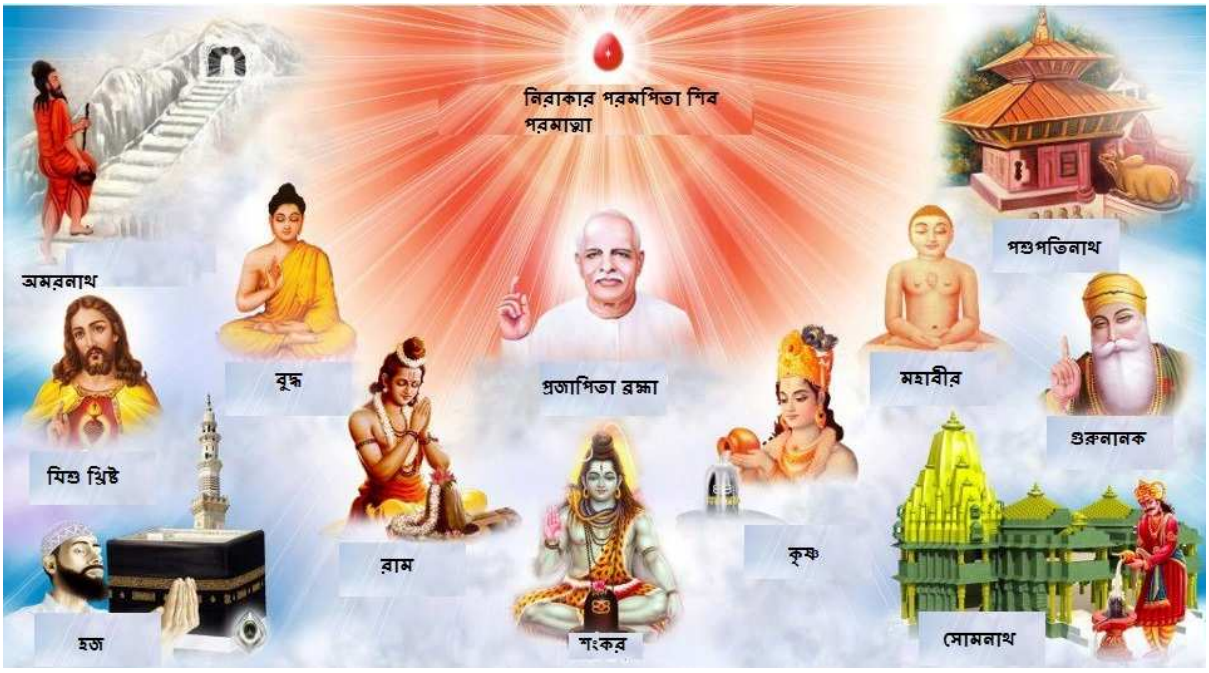

সর্ব আত্মার পরমপিতা

প্রত্যেক ধর্ম স্থাপক আর সব ধর্মের অনুসরণকারীরা পরমাত্মার নিরাকার জ্যোতি স্বরূপকে অবশ্যই মান্যতা দেয় | ঈশ্বর মাসিহা ,God is Light বলে বা গুরু নানক ‘এক ওমকার নিরাকার’ বলে পরমাত্মাকে নিরাকার আর জ্যোতি স্বরূপ মেনেছে |

শিব লিঙ্গ নিরাকার জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার স্মৃতি চিহ্ন যা ভারতের কনে-কনে বা ভিন্ন-ভিন্ন দেশে পাওয়া যায় |

তিন লোক

আত্মা আর পরমআত্মার যথার্থ বাসস্থানের পরিচয় তিন লোকের জ্ঞানের মাধ্যমের দ্বারা হয় |(১)সকার মনুষ্য লোক–যেখানে পাচ তাত্ত্বর শরীর ধারণ করে আত্মারা কর্ম করে আর তার ফল স্বরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগে |(২)সুক্ষ দেব লোক -সূর্য,চন্দ্রমা আর তারাগনের পারে সুক্ষ লোকে চারি দিকে দিব্য প্রকাশ আছে,যেইখানে ব্রহ্মা,বিষ্ণু আর শংকর বিরাজ করে |(৩)ব্রাহ্মালক–মুক্তিধাম ,শান্তিধাম,পরম্ধামের নাম প্রসিদ্ধ এই লোকে চারিদিকে সুবর্ণ লাল প্রকাশ ফেলে রয়েছে |এটাই হলো আত্মা আর পরমাত্মার নিবাস স্থান |

পরমাত্মার তিনটি দিব্য কর্তব্য

পরমাত্মাকে ইংরেজিতে GOD বলা হয় |G মানে ‘জেনারেটর’ অর্থাৎ অর্থাত প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে নতুন সৃষ্টির স্থাপনা ,O মানে ‘অপারেটর’ অর্থাৎ বিশুনুর দ্বারা নতুন সৃষ্টির পালন আর D মানে ‘ডেস্ট্রয়ার’ অর্থাৎ শংকরের দ্বারা পুরানো সৃষ্টির বিনাশ |তার এই তিনটি কর্তব্যের জন্য নিরাকার জ্যোতি বিন্দু পরমপিতা শিব পরমাত্মাকে ত্রিমূর্তি শিবও বলা হয় |

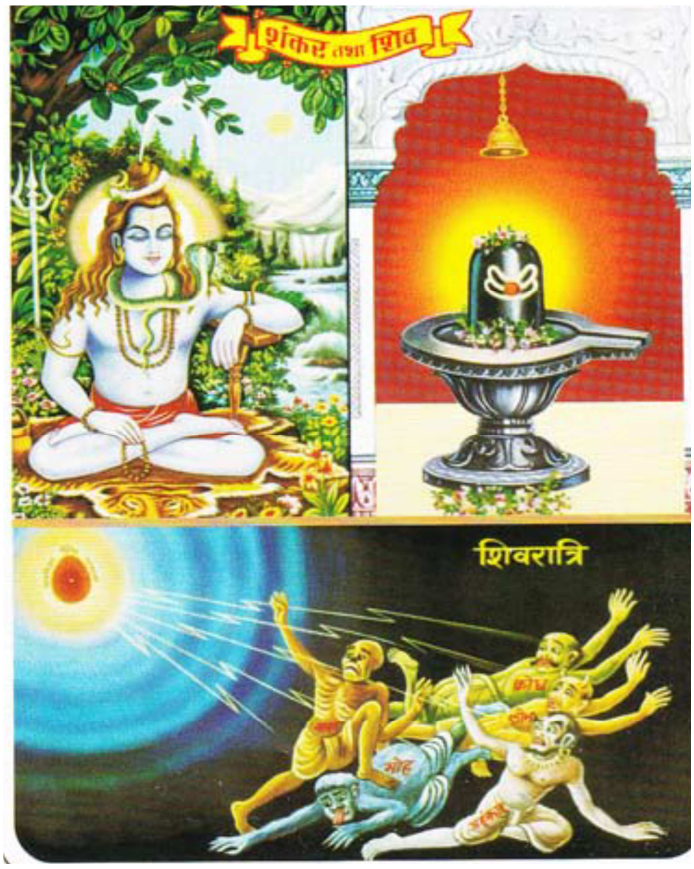

শিব আর শঙ্করের মধ্যে অন্তর

শিব অর্থাত কল্যাণকারী,নিরাকার জ্যোতি বিন্দু পরমপিতা পরমাত্মা যে হলো এই সৃষ্টির রচইতা ,কিন্তু শংকর পরমাত্মার রচনা |শংকর হলো আকারি তাই তাকে সন্হারকারী দেবতা বলা হয় |সে সুক্ষলোকে শংকরপুরিতে নিবাস করে,কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মা শিব পরম্ধামের নিবাসী |এই প্রকারে শিব আর শংকর দুজনেই ভিন্ন |

সৃষ্টি চক্র

সত্যযুগ,ত্রেতাযুগ,দ্যাপরযুগ আর কলিযুগ |সম্পূর্ণ কল্পের সময় হলো ৫০০০ বছর আর প্রত্যেক যুগ হলো ১২৫০ বছরের |কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদির মধ্যে খানের সময়কে কল্যাণকারী পুরসত্তম সঙ্গম যুগ বলা হয় |এই যুগে সর্ব শক্তিমান পরমাত্মা নিজে এই ধরাতে অবতারিত হয়ে সৃষ্টির নব নির্মানের কাজ পূর্ণ করে |

ঈশ্বরীয় আমন্ত্রণ

শিবের মহাবাক্য -হে আত্মারা,হে আমার অতি প্রিয় সন্তান,এখন নিজেকে চেনো আর আমি অবিনাশী পরম্পিতাকে জানো আর এই কল্যাণকারী পুরসত্তম সন্গম্ যুগের এই সময়টাকেউ জানো |অনেক জন্মের ভক্তির দ্বারা তোমরা আমাকেই সরণ করেছ |আমি হলাম দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা ,সর্ব শক্তিমান,সর্ব আত্মাদের পিতা নিজে এই পৃথিবীতে এসেছি |এখন এই সৃষ্টি নাটকের শেষ অতি কাছে এসে গাছে |তাই এখন জাগরিত হয়ে,জ্ঞান মার্গকে অনুসরণ করে সত্যযুগী সুখময় সৃষ্টিতে যাওয়ার নিজের জন্ম-সিদ্ধ অধিকর প্রাপ্ত করো |"

এই ঈশ্বরের সত্য জ্ঞান পাওয়ার জন্য আর সহজ রাজযোগের বিধি জেনে জীবনকে কমল ফুলের মত সুন্দর বানানোর জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মাকুমারি সেবা কেন্দ্রতে আসর জন্য আমাদের হার্তিক নিম্মন্ত্রন রইলো |

মনে রেখো -"এখন না তো কখনও না |"

Website: www.brahmakumaris.com

GENERAL TIME :7-10 AM AND 5-8 PM. (NO CHARGES) OM SHANTI